দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 10 FEB 2014
পৃষ্ঠা ৯ কলাম ৩

ছাত্র রাজনীতির নামে এসব কী হচ্ছে

ড. কুদরাত-ই-খুদা বাবু

তথাকথিত আন্দোলনের নামে সাধারণ-বিএনপির ধারাবাহিক হরতাল-অবরোধের কারণে দেশের শিক্ষার্থীদের শিক্ষাজীবনে নেমে আসা সেশনজট নামক কালো ছায়ার আঁধার কাটতে না কাটতেই এবার আবার নতুন করে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদেরকে সেশনজটের কালো থাবার শিকারে পড়তে হলো। এ যেন মড়ার ওপর খাড়ার ঘা। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ওই হামলা থেকে সান্ধ্যকালীন কোর্স বাতিল ও বর্ধিত ফি প্রত্যাহারের দাবিতে আন্দোলনরত ছাত্রদের পাশাপাশি ছাত্রীরাও রেহাই পাননি। সরকার, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি), রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষসহ এ কথা সকলেরই স্মরণ রাখা দরকার যে, দেশের জনগণের কষ্টার্জিত টাকায় পরিচালিত রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কোন বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান নয় এবং শিক্ষাও কখনো বাণিজ্য হতে পারে না। পাশাপাশি শিক্ষাকে বাণিজ্যে রূপান্তরিত করলে শিক্ষার মান-মর্যাদা আর থাকে না। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে শুধু এবারেই সান্ধ্যকালীন কোর্স চালুর চেষ্টা করা হয়নি। এর কয়েক বছর আগেও সান্ধ্যকালীন কোর্স নামক বাণিজ্যিক কোর্স চালুর চেষ্টা করা হয়েছে। আর এ ধরনের বাণিজ্যিক কোর্স চালুর ক্ষেত্রে ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক শিক্ষকেরও মনাকাঙ্ক্ষা রয়েছে যে, সান্ধ্যকালীন কোর্স চালু হোক। কারণ, এখানে রয়েছে কাঁচা টাকার গন্ধ। এ ধরনের কোর্স চালুর পেছনে যে শিক্ষকদের লাভ রয়েছে তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

তাহলে এখন কেন সান্ধ্যকালীন কোর্স চালুর পেছনে মরিয়া হয়ে ওঠেছেন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ শিক্ষার্থীদের ক্ষতি করছেন এবং শিক্ষাকে বাণিজ্যিক পণ্যে পরিণত করছেন? এর দায় কি আপনারা নৈতিকভাবে কখনোই এড়াতে পারেন? নিশ্চয় পারেন না। তাহলে আপনাদের ওপর দেশের জনগণের শ্রদ্ধা-ভক্তি কীভাবে বিদ্যমান থাকবে আর জনগণই বা আপনাদেরকে কীভাবে দেশের বুদ্ধিজীবী ও সম্মানীয় ব্যক্তি হিসেবে বিবেচনা করবেন? এ বিষয়গুলো আপনাদের ভেবে দেখা প্রয়োজন।

অবিলম্বে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘটনার সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ তদন্তপূর্বক দোষীদের শাস্তির আওতায় না আনলে আগামীতে সরকারের আরও অনেক কিছু ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনার বিষয়টি উপেক্ষা করা যায় না। কারণ, আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন মহাজোটের সরকার কর্তৃক গত পাঁচ বছরে দেশের অনেক উন্নয়ন-অগ্রগতি ও অর্জন হলেও তার অনেকটাই ম্লান হয়ে গেছে দেশব্যাপী 'ছাত্রলীগ' নামধারীদের বিভিন্ন সন্ত্রাসী ও অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের কারণে। আর ছাত্রলীগ নামধারীদের এ ধরনের সন্ত্রাসী ও অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের দায় যে বর্তমান সরকারের ঘাড়েই পড়বে তা আর বলা বাহুল্য। তাই এ বিষয়টিকে অবশ্যই সরকারের অতি গুরুত্বসহকারে আমলে নেয়া উচিত। এর পাশাপাশি যত দ্রুত সম্ভব রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস খুলে দিয়ে শিক্ষার সুষ্ঠু ও স্বাভাবিক পরিবেশ নিশ্চিত করাও অপরিহার্য। আর বিশ্ববিদ্যালয় খুলে দেয়ার ব্যবস্থা সরকারসহ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকেই করতে হবে।

বিগত বিএনপি-জামায়াত চারদলীয় জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকেই যেমন 'ছাত্রশিবির-ছাত্রশিবির' নামধারী সন্ত্রাসীরা দেশের উচ্চশিক্ষার প্রতিষ্ঠানগুলোতে যেমন অব্যাহতভাবে শুরু করেছিল সন্ত্রাস, হত্যা, হামলা, ভাংচুর, দখলদারিত্ব, চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজি, আধিপত্য বিস্তারসহ নানা ধরনের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড; ঠিক তেমনিভাবেই গত কয়েক বছর আগে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকেই দেশের উচ্চশিক্ষার প্রতিষ্ঠানগুলোতে 'ছাত্রলীগ' নামধারী সন্ত্রাসীরা অব্যাহতভাবে শুরু করে সন্ত্রাস, হত্যা, হামলা, ভাংচুর, দখলদারিত্ব, চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজি, আধিপত্য বিস্তারসহ নানা ধরনের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড। এ যেন নুন্নার ঠিক এপিঠ আর ওপিঠ। দেশের উচ্চশিক্ষার প্রতিষ্ঠানগুলোতে ছাত্রলীগের অভ্যন্তরীণ কোন্দল এতটাই প্রকট যে, ছাত্রলীগের এক পক্ষের কর্মীদের কাছে অপর পক্ষের কর্মীরা মোটেও নিরাপদ নন। এর একটি প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়, ইতিপূর্বে ১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবসে খাবারের টোকেন বিতরণকে কেন্দ্র করে ছাত্রলীগের সভাপতি (তৎকালীন) সমর্থিত কর্মীদের দ্বারা সাধারণ সম্পাদকের (তৎকালীন) সমর্থিত কর্মী নাহুরুল্লাহ্ নাসিমকে মারধর করে শাহ্ মখদুম হলের দোতলা থেকে নিক্ষেপ করা এবং শেষ পর্যন্ত নাসিমের মৃত্যুর ঘটনার মধ্য দিয়ে। ছাত্রলীগের দ্বারা দেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অনেক সন্ত্রাসী ও অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড সংঘটিত হওয়ার ফলে অনেক ছাত্রের প্রাণহানি ঘটাসহ অনেকে আহত হয়ে পঙ্গুত্ব বরণ করেছেন। সাধারণ শিক্ষার্থীদের লেখা-পড়া মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত হওয়াসহ ক্ষতি হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের বহু মূল্যবান সম্পদ। এসবের পাশাপাশি সম্প্রতি ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা রংপুরে বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং কুষ্টিয়ার ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকদের ওপর হামলা চালানোর মাধ্যমে তাদের অপকর্মের তালিকায় আরও একটি নতুন বিষয় হিসেবে 'যোগ' করে।

এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, রাজনৈতিক ছত্রছায়ায় শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড করেও 'ছাত্রলীগ' নামধারী এসব সন্ত্রাসীরা বারবার রেহাই পেয়ে যাচ্ছে এবং পুনরায় সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হচ্ছে। এসব ঘটনার ফলে একদিকে যেমন দেশ-জাতির অপূরণীয় ক্ষতি হচ্ছে, তেমনি অপরদিকে শিক্ষাসনগুলোয় বারবার মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে লেখাপড়ার সুষ্ঠু-স্বাভাবিক পরিবেশ। সৃষ্টি হচ্ছে সেশনজট, শিক্ষার্থীদের পেছনে তাদের অভিভাবকদেরকে ব্যয় করতে হচ্ছে অতিরিক্ত টাকা। দেশের উচ্চশিক্ষার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীদের আধিপত্য বিস্তার, স্বার্থগত দ্বন্দ্ব, অভ্যন্তরীণ কোন্দল, দখলদারিত্ব ও চাঁদাবাজির মত ঘটনায় জড়িয়ে পড়ার কারণেই যে এসব সংঘর্ষ ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড ঘটে চলছে তা সহজেই অনুমেয়। ইতিপূর্বে ছাত্রলীগের উদ্যোগে আয়োজিত এক সভায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছিলেন, 'ছাত্রদল ও শিবিরের নেতা-কর্মীরা ছাত্রলীগে ঢুকে পড়েছে'। প্রধানমন্ত্রীর এ কথা যদি সত্য হয়, তবে তা হবে বাঘের ঘরে ঘোপের বাসা বাঁধারই নামান্তর। আর এ ক্ষেত্রে ঘোপকে তাড়াতে নিশ্চয় বাঘকেই এগিয়ে আসতে হবে। তাই নয় কি? বর্তমান সরকার বা আওয়ামী লীগের শীর্ষ পর্যায়ের নেতৃবৃন্দকে তাদের নিজেদের স্বার্থেই এগিয়ে এসে ছাত্রলীগের মধ্যে অনুপ্রবেশকারী ছাত্রশিবির কিংবা ছাত্রদলের চর বা সুবিধা ভোগীদের বাছাই করে ছাত্রলীগকে ঢেলে সাজানো উচিত।

বর্তমান সরকারসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দল সম্মিলিতভাবে ছাত্ররাজনীতির নামে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড বন্ধ করতে দ্রুত কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে—এমনটাই সকলের প্রত্যাশা। সর্বোপরি, এ কথা সকলেরই ভালোভাবে স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, দলের প্রভাব খাটিয়ে অবৈধ অর্থ উপার্জনসহ অবৈধ নানা সুযোগ-সুবিধা অর্জনের পথ বন্ধ না করলে শুধুমাত্র নীতি কথায় বা পরামর্শে কোন কাজ হবে না।

লেখক: বিভাগীয় প্রধান, আইন বিভাগ, ইউনিভার্সিটি অব ইনফরমেশন টেকনোলজি এন্ড সায়েন্সেস (ইউআইটিএস); ই-মেইল: kekbabu@yahoo.com